R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

দাদাঠাকুরের
সেরা বিদূষক
(১ম ও ২য় খণ্ড)
মূল্য প্রতি খণ্ড ৭০ টাকা।
১২৫ টাকা পাঠালে দু'খণ্ড রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে পাঠানো হবে।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ
পিন-৭৪২২২৫

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত *শরৎচন্দ্র পণ্ডিত* (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং— ১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৪শ বর্ষ
৪২শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৬শে ফাল্গুন বুধবার, ১৪০৪ সাল।
১১ই মার্চ, ১৯৯৮ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

জঙ্গিপুরে বামভোট বৃদ্ধির কারণ যতটা না সিপিএমের কৃতিত্বের তারচেয়ে বেশী কংগ্রেসী ব্যর্থতার

বিশেষ প্রতিবেদক : সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র বামফ্রন্টের ভোট ব্যাপকভাবে হ্রাস পেলেও জঙ্গিপুরে তা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বামফ্রন্ট প্রার্থী কংগ্রেস প্রার্থীর থেকে সাড়ে বাহাত্তর হাজার বেশী ভোট পেয়ে এবার নির্বাচিত হয়েছেন। এর মুখ্য কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা যায়, ভোট বৃদ্ধির জন্য বামফ্রন্ট তথা সিপিএম দলকে যতটা কৃতিত্ব দেওয়া যায়, তার চেয়ে বেশী করে চোখে পড়ে কংগ্রেসীদের ভোট সংগ্রহে তুলনামূলকভাবে নিস্পৃহ থাকা ও মানুষের সাথে যোগাযোগ না রাখা। ১৯৯৬ সালে লোকসভা ও বিধানসভা ভোট একত্রে হওয়ায় বিধায়করা নিজেদের কেন্দ্রে মরিয়া হয়ে প্রচারে নেমেছিলেন। যার সুফল কংগ্রেসের সাংসদ ইদ্রিশ আলীও পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এবারে নির্বাচনী প্রচারের শেষ দিকে কংগ্রেস প্রার্থী হাসেম খান চৌধুরীর দাদা গণিখান চৌধুরী ও নবগ্রামের বিধায়ক অধীর চৌধুরীকে দিয়ে কয়েকটা ছোট ছোট জনসভা করিয়েই ভোট পকেটস্থ করতে চেয়েছিলেন কংগ্রেসীরা। প্রচারে না ছিল আন্তরিকতা, না ছিল মরিয়া হয়ে নিজের অঞ্চলে প্রচার কাজে সময় দেওয়া। এছাড়া ভোটের আগের দুদিন ভোটারদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে স্লিপ দিতেও দেখা যায়নি কংগ্রেসীদের। মূলতঃ প্রচারে এই গাছাড়া ভাবকেই পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে দেয় সিপিএম। প্রতি বিধানসভা এলাকায় হাসেম খান যে অর্থ প্রচারের উদ্দেশ্য ব্যয় করেছিলেন সেটা যথাযথ ব্যবহার হয়নি বলেও অভিযোগ উঠেছে। এলাকার কোন কোন কংগ্রেসী বিধায়ক লোকসভার টিকিট পাবার জন্য প্রদেশ কংগ্রেসে দরবার করেও সফল হ'ননি। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, গণিখানের ভাই জঙ্গিপুর জিতলে এলাকায় মমতার স্নেহধন্য গণিখানের প্রভাব বিস্তার পাবে— এটাও অনেক বিধায়ক মনেপ্রাণে চাননি। অন্যদিকে বামফ্রন্ট '৯৬-এর ভোটের পর এমন কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ করেনি যাতে ভোটাররা সিপিএমকে উজার করে ভোট দেবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। নির্বাচনী প্রচারে আসা মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুও এমন কোন প্রতিশ্রুতি (৩য় পৃষ্ঠায়)

শিক্ষক প্রতিনিধিদের পদত্যাগে স্কুল কমিটি ভেঙ্গে গেল

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লকের মির্জাপুর দ্বিজপদ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রতিনিধিরা স্কুল পরিচালন সমিতি থেকে পদত্যাগ করায় সেখানে ডি. ডি. ও নিয়োগ করা হয়েছে। খবরে প্রকাশ, পরিচালন সমিতির সম্পাদক পূর্ণচন্দ্র গোঁচির স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাবের প্রতিবাদ জানাতেই এই পদত্যাগ। শিক্ষকদের পি, এফের টাকা, মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে লোন, অবসর গ্রহণ সংক্রান্ত কাগজপত্রে সই না করে অকথা শিক্ষকদের অসুবিধায় ফেলছেন সম্পাদক। এই সব কারণেই শিক্ষক প্রতিনিধিরা পদত্যাগ করেন বলে জানা যায়। উল্লেখ, গত ২৮ জানুয়ারী 'জঙ্গিপুর সংবাদ' 'এ স্কুল সম্পাদকের স্বৈরাচারী আচরণে মির্জাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে অচলাবস্থা' শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশ হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামের মানুষ সম্পাদকের দুর্নীতির প্রতিবাদে স্কুল চত্বরে পোষ্টারও মারেন। এই প্রসঙ্গে (৩য় পৃষ্ঠায়)

হাসপাতাল থেকে আসামী উধাও

গত ২০ ফেব্রুয়ারী জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতাল থেকে ডাকাতির মামলায় অভিযুক্ত চিকিৎসাধীন আঙ্গুর সেখ (৩৫) প্রহরারত পুলিশের গাফিলতির সুযোগে পালিয়ে গেছে। সংবাদে প্রকাশ, আঙ্গুর সেখ সুতী থানা এলাকায় কয়েকটি ডাকাতির ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। বোমা বাঁধবার সময় সে আহত হয়ে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি হয়। সুতী থানা সূত্রে খবর পেয়ে রঘুনাথগঞ্জ থানা কর্তৃপক্ষ তাকে সেখানেই গ্রেপ্তার করে। কিন্তু ২০ ফেব্রুয়ারী আঙ্গুর সেখ পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে হাসপাতাল থেকে পালিয়ে যায়। মহকুমা পুলিশ প্রশাসক স্বপন মাইতি ও রঘুনাথগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার দিলীপ হাজরা এই ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন। তবে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়নি।

কেমিষ্ট্রি অনার্স সবাই ছেড়ে দিল

জঙ্গিপুর : স্থানীয় কলেজের '৯৬ শিক্ষাবর্ষের কেমিষ্ট্রি অনার্স কোর্সের মোট আটজন ছাত্রদের সবাই বর্তমানে অনার্স ছেড়ে দিয়েছে। কারণ হিসাবে ছাত্রদের বক্তব্য, বিভাগীয় প্রধান নিবেদীরঞ্জন বিশ্বাসসহ এই বিভাগে মোট পাঁচজন অধ্যাপক কলেজে আছেন। তার মধ্যে চারজন অধ্যাপকই বাইরে থেকে যাতায়াত করেন। মূলতঃ ক্লাস ঠিকমতো হয় না। এছাড়া প্র্যাকটিক্যালেরও সুযোগ খুব সীমিত। এই কোর্সে ৯৬ সালে জঙ্গীপুর কলেজে অনার্স খোলায় সরঞ্জামাদি তেমনভাবে এখনও আসেনি। আটজন (৩য় পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার ।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৬শে ফাল্গুন বুধবার, ১৪০৪ সাল।

।। জল্পনা-কল্পনা ।।

দ্বাদশ লোকসভা নির্বাচনের ভোটপর্ব সমাপ্ত প্রায়। বিগত কয়েক দিন ধরিয়া রাজনৈতিক দলগুলি সরকার গঠনের জন্য নানাভাবে তৎপর হইয়াছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্ত পরিলক্ষিত হয় নাই। আমাদের এই নিবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই হয়ত জল গড়াইয়া চলিবে। হয়ত বা একটা ব্যবস্থা হইয়া যাইবে।

সকলেরই কাম্য কেন্দ্রে একটি সুস্থির, স্থায়ী সরকার গঠিত হউক। দেশের দফারফা যাহা হইবার, তাহা হইয়াছে। সরকার গঠিত হইবার পর আবার যদি আস্থার প্রশ্ন উঠে, তাহা হইলে ক্ষোভের সীমা থাকিবে না।

যে লক্ষণ দেখা গিয়াছে, তাহাতে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, আসনলাভের সংখ্যাধিক্য বিজেপি দলের থাকিলেও উক্ত দলকে সহযোগী দলগুলি লইয়া সরকার গঠন করিতে দিতে চাহিতেছে না। জিগির উঠিয়াছে যে, বিজেপি সাম্প্রদায়িক দল। নির্বাচনের পূর্ব হইতেই বি বি সি হইতে এই দল সম্বন্ধে প্রচার করা হইতেছিল যে, ইহা উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল। উদ্দেশ্য এই যে, ভারতের অহিন্দু নাগরিক ভোটারগণ এই দলের বিপক্ষে তাঁহাদের রায় দান করুন। ভারত ছাড়িলেও ইংরাজদের ভারত সম্পর্কে কূটনীতি সমানে চলিয়াছে। ক্ষেত্রবিশেষে ইহার প্রভাব যে পড়ে নাই, এ মত বলা যায় না। আমেরিকা ত কোন 'রাখ-ঢাক' না করিয়া বিজেপি-র নির্বাচনী ইস্তাহারের কোন কোন বিষয়ে প্রকাশ্যে হুমকি প্রদান করিয়াছিল। উদ্দেশ্য স্পষ্ট। কেহ যেন এই দলের প্রতি তাঁহাদের সমর্থন পোষণ না করেন। তথাপি এই দল সর্বাপেক্ষা বেশী ভোট লাভ করিয়াছে।

সেইজন্য এখন বিজেপি ও তাহার সহযোগী দলগুলি যেন কেন্দ্রে সরকার গঠন না করিতে পারে, সেই চেষ্টা চলিতেছে। ফলতঃ কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্ট এই ব্যাপারে 'আদাজল' খাইয়া লাগিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে ফেলিয়া দিতে ইতিপূর্বে কংগ্রেস দল যে ক্রিয়াকলাপ চালাইয়াছিল, তাহা সকলেরই জানা আছে। সকলেই জানেন, এই দলের জন্যই কোটি কোটি টাকার আদ্য-শ্রাদ্ধ ঘটাইয়া নির্বাচন হইয়া গেল; জনগণকে আর্থিক ধাক্কা সামলাইতে হইবে।

এই কংগ্রেস দল সরকার গঠনের সুস্বপ্ন

দ্বাদশ লোকসভা নির্বাচন ও ফলশ্রুতি

অমলকৃষ্ণ গুপ্ত

গত ফেব্রুয়ারী মাসে দ্বাদশ লোকসভা নির্বাচন শেষ হয়েছে। ইতিমধ্যে গণনাও শেষ হয়েছে এবং সামগ্রিক চিত্রটি স্পষ্ট হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের নির্বাচন সুরু হবে এবং আশা করা যাচ্ছে এ সপ্তাহেই তা শেষ হবে এবং ফলাফল জানা যাবে। তবে সে ফলাফলে মূলচিত্রটির বিশেষ হেরফের হবে না।

এবারেও কোনো দল বা জোট নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা পায়নি মূলতঃ তিনটি জোট সংবাদপত্রের শিরোনামে এসেছে। এই তিন জোট হলো যথাক্রমে বিজেপি জোট, কংগ্রেস জোট ও যুক্তফ্রন্ট জোট। নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পেতে হলে ন্যূনপক্ষে ২৭০ বা তদূর্ধ্ব সংখ্যক আসন দল হিসেবে বা জোট হিসেবে থাকা দরকার। বর্তমানে তা কোনো দল বা জোটেরই নেই।

এই প্রসঙ্গে কংগ্রেসের অবস্থাটা একটু যাচাই করে দেখা যাক। দেশ স্বাধীন হয়েছে পঞ্চাশ বছর হলো। কংগ্রেস দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রে ও বেশিরভাগ রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। তাহলে সেই দলের এই দুরবস্থা কেন? কেনই বা পশ্চিমবঙ্গে তাদের ভরাডুবি?

সামগ্রিকভাবে কংগ্রেসের অবক্ষয়ের কারণ দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে ভারতবিভাগ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব আজ কংগ্রেস ও সিপিএম ধর্ম-নিরপেক্ষতার গুণ গাইছে, কিন্তু ১৯৪৬-৪৭ সালে তাদের এই বোধ কোথায় ছিল? কেন তারা ভারতবিভাগে রাজী হয়েছিল? কেন নবগঠিত পাকিস্তানের শরিয়তী শাসনের প্রতিবাদ করেনি? ভারতে বিভিন্ন জাতির বাস এ কথাটা এখন তারস্বরে বলে লাভ কী, যখন সে বোধকে গলাটিপে মারা হয়েছে ভারত বিভাগের ভিতর দিয়ে? তাহলেও ধর্মনিরপেক্ষতার জয়গান আমরা গাইতাম, যদি দেখতাম সংখ্যালঘুদের প্রতি আমাদের মমতা মানবিক, শুধুমাত্র ভোট পাবার জন্য নয়। আমরা জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেই ভারতীয় এই বোধের জাগরণ কে না চায়? কংগ্রেস বা বামদল বা যুক্তফ্রন্ট বিভিন্ন শরিক কি সেভাবে ভাবিত, না স্বল্প মেয়াদী রাজনৈতিক বাজিমাতের জন্য ব্যাকুল?

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের ভরাডুবি হয়েছে মূলতঃ সে দলের একদেশদর্শিতার জন্য এবং সে দলের সব চাইতে লড়াকু যে ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দল থেকে বহিষ্কার করা। সোমেন মিত্র বা কেশরীজীর সাধ্য নেই এই বহিষ্কারের ধাক্কা সামলানো। কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে পেয়েছে একটি মাত্র আসন। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যেও এ দলের ফল প্রায়শঃ হতাশাব্যঞ্জক। একক দল হিসেবে বিজেপির চাইতে কংগ্রেস অনেক কম আসন পেয়েছে। কংগ্রেসের পতনের আর একটি কারণ এ দলের তাবড় তাবড় নেতা ভ্রষ্টাচারের শিকার হয়েছে।

যুক্তফ্রন্টও এ নির্বাচনে ভালো ফল করতে পারেনি। প্রথমতঃ বারো রাজপুতের তের হাঁড়ির হাল এই ফ্রন্টের। নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি, কংগ্রেসের সঙ্গে গা ঘেঁষা-ঘেঁষি, কংগ্রেসের বিশ্বাসঘাতকতার পরেও সেই দলের সঙ্গে আঁতাত যুক্তফ্রন্টের বিশ্বাস-যোগ্যতা ক্ষুন্ন করেছে। বামদলও সুযোগ-সন্ধানী যতোটা ততোটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সে দলের কোনো শরিক সরকারে যোগ দেবে, আর কোনো শরিক দূর থেকে মজা দেখবে—এই রাজনৈতিক শঠতা লোকে মেনে নেবে না। একজন তারস্বরে প্রধান মন্ত্রিত্বের দাবীদার, আর দলের অন্যেরা তাতে অসম্মত। বাকী থাকল বিজেপি জোট। একটি সংবাদ-পত্রে বলা হয়েছে যে বিজেপি জোট যদি সরকার গঠন করে এবং অটলবিহারী বাজপেয়ী যদি প্রধানমন্ত্রী হন তাহলে তাঁকে কাঁটার মুকুট পরতে হবে। অর্থাৎ সোজা কথায় এ কাজ হবে খুবই কঠিন, টান টান দড়ির উপর দিয়ে হাঁটার মতো। যে কোনো মুহূর্তে পতনের সম্ভাবনা প্রথমতঃ, বিজেপিকেও অন্যান্য নানা দলের সমর্থন নিয়ে চলতে হবে এবং এ সব দলের কেউ কেউ সরকারে যোগ দেবে, কেউ কেউ বাইরে থেকে সমর্থন জানাবে। সুতরাং যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার যে অনিশ্চয়তা তা থেকেই যাবে। দ্বিতীয়তঃ, অন্যান্য যে সব দল সমর্থন জানাবে তারা নিঃশর্ত সমর্থন জানাবে না তাদের অনেকেই নানা ধরনের পরস্পরবিরোধী শর্ত আরোপ করবে এবং সে সব শর্ত (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দেখিতেছে। অথচ গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব দীর্ণ হইয়া শতাধিক বর্ষ পুরাতন এই দল আজ ক্ষমতা-লাভের জন্য লালায়িত। ত্রিশঙ্কু সরকার গঠন করিতে দলটি প্রস্তুত, ভবিষ্যৎ যাহা হইবার হউক, তথাপি বিজেপি ও তাহার সহযোগী দল যেন সরকার গঠন করিতে না পারে।

অপরাপর গণতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের পার্থক্য এই যে, যে দল সংখ্যাধিক্য লাভ করে, তাহাকে সরকার গঠন করিতে দিয়া অপর দল বিরোধী ভূমিকায় থাকে; আর ভারতের দলগুলি ইহার বিপরীতধর্মী। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার কীভাবে গঠিত হইবে, তাহার জন্য আমাদিগকে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইবে।

নির্ব্বাচন ও ফলশ্রুতি (২য় পৃষ্ঠার পর)

মানতে হলে বিজেপির স্বাতন্ত্র্য লোপ পাবে এবং রফা নিষ্পত্তির পথে যেতে হবে আখেরে তা হয়তো তাদের পক্ষে অনুকূল হবে না। তখন সে দল বুঝতে পারবে যে স্বল্পমেয়াদী সুবিধার জন্য তারা দীর্ঘ মেয়াদী নীতিকে বিসর্জন দিয়েছে। অল্পের জন্য বহুকে হারিয়েছে।

সুতরাং আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে এবারেও শেষ পর্যন্ত হাং পার্লামেন্ট বা ত্রিশঙ্কু লোকসভাই হবে আমাদের নিয়তি, যদি না যোগদানকারী অন্যান্য দল মোটামুটি নিঃশর্তভাবে বিজেপিকে সমর্থন করতে এগিয়ে আসে। এবং বিজেপিকেও স্বীয় বৈশিষ্ট্য ও নীতিকে বিসর্জন না দিয়ে যথাসম্ভব ন্যূনতম বোঝাপড়ায় আসতে হবে। খুবই কঠিন কাজ কিছু একটা অঘটন না ঘটলে, মনে হয় ত্রয়োদশ লোকসভা নির্বাচনের জন্য আমাদের আবার প্রস্তুত হতে হবে।

সবাই ছেড়ে দিল (১ম পৃষ্ঠার পর)

ছাত্রদের মধ্যে চারজন মাস ছয়েক পরই অনার্স ছেড়ে দেয় বলে কলেজ সূত্রে খবর। '৯৮ সালে তাই প্রথমবার পার্টওয়ানের পরীক্ষায় কেমেষ্ট্রি অনার্সের একজন ছাত্রও থাকল না, কারণ বর্তমানে বাকী চারজনও অনার্স ছেড়ে পাসকোর্সে ঢুকে গেছে। '৯৭-এর শিক্ষাবর্ষে মাত্র চারজন ছাত্র অনার্স কোর্সে ঢুকেছে। তাই বর্তমানে ঐ চারজন অনার্স ছাত্রর জন্য কলেজে পাঁচজন অধ্যাপক। এর থেকেই প্রমাণিত হয় দু'বছর আগে কলেজে অনার্সের কোর্স খুললেও তার পরিকাঠামো সেভাবে এখনও গড়ে ওঠেনি এবং এমতাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় অনার্সের অনুমোদন তুলেও নিতে পারেন বলে অভিজ্ঞ মহলের আশঙ্কা।

নোটিশ

আগামী ৯৮-৯৯ বর্ষের জন্য সাগরদীঘি সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের ষ্টোরিং এজেন্ট (STORING AGENT) হিসাবে কাজ করার জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। এ সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য কর্তৃপক্ষের সংগে সাক্ষাৎ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

অশোককুমার পোদ্দার
সুঃ শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
সাগরদীঘি, মুর্শিদাবাদ

Memo No. 299/Sagar/CD. dt. 6-3-98

ক্ষয়রোগ
সম্বন্ধে জেনে রাখুন

আজ
- ক্ষয়রোগের নিরাময় সম্ভব
- সরকার বিনামূল্যে এর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন
- ক্ষয়রোগের নতুন ওষুধগুলি অধিক কার্য্যকরী, দ্রুত কাজ করে এবং এগুলি দিয়ে কম সময়ে চিকিৎসা হয়

তবু ক্ষয়রোগে
- প্রতি মিনিটে একজন করে ভারতীয় প্রাণ হারান
- ১৪ কোটী ভারতীয় ক্ষয়রোগে ভুগছেন
- সাড়ে তিন কোটী ক্ষয়রোগীর থুথু পজিটিভ এবং তাঁদের থেকে অন্য লোকের মধ্যে রোগ ছড়িয়ে যাচ্ছে
- থুথু পজিটিভ এমন প্রত্যেক রোগী থেকে বছরে ১০-১৫ জন লোকের মধ্যে রোগ ছড়িয়ে যাচ্ছে

ক্ষয়রোগ সংক্রমন বন্ধ করুন

সাহায্য চাইবেন
যদি
- থুথুতে রক্ত থাকে
- তিন সপ্তাহের বেশী জ্বর / কাশি থাকে
- শরীরের ওজন এবং খিদে কমে যায়

যোগাযোগ করুন
পি.এইচ.সি, জেলা ক্ষয় রোগ কেন্দ্র
অথবা
নিকটতম সরকারী স্বাস্থ্য সেবা পাওয়া যায় এমন কার্য্যালয়

davp 97/683 Ben

কংগ্রেসী ব্যর্থতায় (১ম পৃষ্ঠার পর)

দিয়ে যাননি, যাতে ভোটাররা সিপিএমের দিকে ঢলে পড়বেন। একে কংগ্রেসের ঢিলেমিভাব ও চরম গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, অন্যদিকে তৃণমূলের দুর্বল সংগঠন ও কমজোরী প্রার্থীর জন্যই সিপিএম নিজের প্রত্যাশার বহু বেশী ভোট পেয়ে গেছে—যেটা দলের নেতারা প্রকাশ্যেই স্বীকার করেছেন। এলাকার স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট নিয়ে অভিযোগ এমনকি ভাগীরথীর উপরে ব্রীজ নিয়েও ভোটারদের সিপিএমের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ লক্ষ্য করা গেছে জঙ্গিপুরে। তাই সিপিএমের এই ভোট প্রাপ্তিকে কেউ স্থায়ী ভোট হিসাবে দেখছেন না। পঞ্চায়েত নির্বাচন সামনে থাকলেও সিপিএম এই ভোট পেয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারছে না। ইতিমধ্যেই তারা পঞ্চায়েত ভোটের প্রস্তুতিতে (শেষ পৃষ্ঠায়)

কমিটি ভেঙ্গে গেল (১ম পৃষ্ঠার পর)

বিস্তারিতভাবে আরও জানা যায় ১১ জনের কমিটির মধ্যে দু' জন অভিভাবক প্রতিনিধি নাজিমুদ্দিন সেখ ও অশোক মণ্ডল ছেলেরা স্কুল ত্যাগ করায় তাঁদের প্রতিনিধিত্ব খারিজ হয়ে (শেষ পৃষ্ঠায়)

শহরে গজিয়ে ওঠা প্যাথোলজিক্যাল ও এক্সরে ক্লিনিকের উপর বিশ্বাস করে রোগীরা ঠকছেন

রঘুনাথগঞ্জঃ সম্প্রতি শহরের আনাচে-কানাচে গজিয়ে উঠেছে প্যাথোলজিক্যাল ও এক্সরে ক্লিনিক। এক্সরে ক্লিনিকগুলি যদিও বা বিশেষজ্ঞ কিছু ডাক্তার দিয়ে চালানো হয়, কিন্তু প্যাথোলজিক্যাল ক্লিনিকগুলিতে পাশ করা ডাক্তার তো দূরের কথা, প্যাথোলজি সার্টিফিকেট প্রাপ্ত বলে যাঁরা কাজ চালাচ্ছেন, তাঁদের সার্টিফিকেটগুলিও আসল কিনা সন্দেহ আছে। অনেক ওষুধের দোকানের সাইনবোর্ডের পাশে দেখা যায় রক্ত, মল, মূত্র পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি। তার উপর দেখা যায় একই রোগীর পরীক্ষা রিপোর্ট বিভিন্ন ক্লিনিক থেকে বিভিন্ন রকম হচ্ছে এবং ডাক্তাররা সেই রিপোর্ট বিশ্বাসযোগ্য মনে করতে পারছেন না। কলকাতার ডাক্তাররা তো মহকুমা শহরের ঐ সব রিপোর্টকে সব সময় অগ্রাহ্য করে নতুন রিপোর্ট নিতে বলেন কলকাতার ক্লিনিক থেকে। অন্য দিকে ঐ সব ভুল রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে চিকিৎসা হওয়ায় রোগীর জীবনও বিপন্ন হয়ে পড়ছে। সরকার থেকে এই সমস্ত ক্লিনিকের বিশ্বাস-যোগ্যতা পরীক্ষা করার কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না বলেই ছত্রাকের মত এত ক্লিনিক গজিয়ে উঠতে পারছে বলে বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা মনে করছেন। এর সঙ্গে গজিয়ে উঠছে বিভিন্ন নার্সিং হোম। অনেকেই মনে করছেন এগুলি কিছু ডাক্তারের সহযোগিতায় অর্থ উপার্জনের চক্র ছাড়া কিছুই নয়। এ ব্যাপারে প্রশাসন সজাগ হবেন বলে ক্ষতিগ্রস্ত ও ভুক্তভোগী জনগণ দাবী করছেন।

হোমিও ওষুধ উৎপাদক
ডাক্স্ ফার্মাসিউটিক্যালস্-এর
গ্রাহক/ডিলারদের উদ্দেশে আবেদন

ড্রাগস্ এণ্ড কসমেটিক্স এ্যাক্ট এর ১৯৯৪ সালের সংশোধিত নিয়মানুযায়ী ১২% এর অধিক এ্যালকোহলযুক্ত হোমিও ডাইলিউসান, মাদার টিংচার প্রভৃতি ৩০ মিঃলিঃ (এবং ক্ষেত্রবিশেষে ১০০ মিঃলিঃ) প্যাকিং এর কোন প্রকার বৃহত্তর প্যাকিং এ ঔষধ উৎপাদন ও বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও — নিষিদ্ধ ৪৫০ মিঃলিঃ প্যাকিং বাজারে সহজলভ্য — ইহাতে আমাদের ক্রেতা ও পরিবেশকগণের প্রশ্ন— যখন অন্যান্য সংস্থাগুলি ৪৫০ মিঃলিঃ প্যাকিং সরবরাহ করিতেছে তখন আমরা কেন উহা সরবরাহ করিতেছি না।
সকলের জ্ঞাতার্থে জানানো হইতেছে যে সংশোধিত নিয়মের অবলুপ্তির আবেদন এখনও বিচার বিভাগের বিবেচনাধীন — এমতাবস্থায় আমাদের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের পরিপন্থী কোনপ্রকার বিধিবহির্ভূত কাজে আমরা অপারগ—তাই বিধিসম্মতভাবে ওষুধ উৎপাদন ও সরবরাহে আমরা সকল ক্রেতা ও পরিবেশকগণের সহযোগিতা কামনা করি।

ডাক্স্ ফার্মাসিউটিক্যালস্
৪০এ, স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা-১
শেঠ দে এণ্ড কোং (হোমিও) প্রাঃ লিঃ
● বড়বাজার, স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলি-১ ● ৯৪, মহাত্মা গান্ধী রোড (কলেজ স্ট্রীট) কলি-৭
মজুমদার চৌধুরী এণ্ড কোং ১৬৫, বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জায়গা ভাড়া

রঘুনাথগঞ্জ গাড়ীঘাটের নিকট বিড়ি ফ্যাক্টরী বা অন্য কোন কারখানার জন্য গোডাউনসমেত জায়গা ভাড়া পাওয়া যাবে। যোগাযোগের স্থান - অলোক সাহা, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ ফোন ০৩৪৮৩ - ৬৬১০৬ (২) ডাঃ সুরজিৎ সাহা, মিশন কম্পাউণ্ড, বোলপুর, বীরভূম ফোন ০৩৪৬৩ - ৫৪৩৭৫

কাঁচা বিড়ি সরবরাহের টেণ্ডার নোটিশ

এতদ্দ্বারা সরকারের সকল নির্দেশ মানিয়া কাঁচা বিড়ি সরবরাহেচ্ছু এবং লেবেল প্যাকিং করিতে ইচ্ছুক বিড়ির ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল এক্সাইজ এস, আর, পি ট্রেড নোটিশ নং ৫২/৯৩ মোতাবেক নথিভুক্ত ঠিকাদার-গণকে জানানো যাইতেছে যে, অরঙ্গাবাদ বিড়ি মার্চেণ্টস্ এসোসিয়েশনের সদস্যগণ বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট কোম্পানীতে (অরঙ্গাবাদ, মির্জাপুর, ওমরপুর, ধুলিয়ান, বৈষ্ণবনগর, কালিয়াচক, চামাগ্রাম, তুঙ্গিদীঘি, করণদীঘি, দোমোহনা শাখা অফিসসহ) ১৯৯৮-৯৯ সালে বাঁধাই কাঁচা বিড়ি সরবরাহের জন্য এবং লেবেল প্যাকিং করার জন্য সিলড্ টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন।

উক্ত টেণ্ডার ১৯৯৮ সালের ৩১শে মার্চ তারিখ অপরাহ্ন ৫ (পাঁচ) ঘটিকার মধ্যে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীতে উক্ত ৩১শে মার্চ ১৯৯৮ তারিখেই উপস্থিত টেণ্ডারদাতার সম্মুখে উক্ত টেণ্ডার খোলা হইবে এবং কোন কারণ না দর্শাইয়া কর্তৃপক্ষ যে কোনও টেণ্ডার বা টেণ্ডারসমূহ বাতিল বা গ্রহণ করিতে পারিবেন। টেণ্ডারের নমুনা ও বিড়ির শেপ বা সাইজ এবং লেবেল প্যাকিং এর পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট কোম্পানী অফিস হইতে বিশদভাবে অবহিত হইতে পারেন।

ইতি -

তারিখঃ ১-৩-৯৮ **পাঁচকড়ি দাস**
অরঙ্গাবাদ সাধারণ সম্পাদক
ফোন ঃ ০৩৪৮৫/৬২৪৫১ অরঙ্গাবাদ বিড়ি মার্চেণ্টস্ এ্যাসোসিয়েশন

কমিটি ভেঙ্গে গেল (৩য় পৃষ্ঠার পর)

গেছে শিক্ষক প্রতিনিধি অজিত সরকার, নির্মল সাহু, ধীরাজ দাস ও অশিক্ষক প্রতিনিধি শরদিন্দু সাহা গত ৫ ফেব্রুয়ারী পদত্যাগ করেছেন। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই কমিটি ভেঙ্গে গেছে। পদত্যাগীরা জানান মাসের মাইনে পাওয়া থেকে শুরু করে সম্পাদক ও সভাপতি বিদ্যালয়ের সমস্ত সরকারী কাজেই টালবাহানা করছিলেন। এমনকি এ ব্যাপারে মৌখিক ও লিখিতভাবে পরিচালন কমিটির মিটিং ডাকবার কথা বললেও তাতে গুরুত্ব দিচ্ছিলেন না। এরপর প্রধান শিক্ষকসহ কিছু শিক্ষক ডি, আই, অব স্কুলস্-এর কাছে দরবার করলে ডি, আই গত ১২ ফেব্রুয়ারী থেকে এক আদেশ বলে (মেমো নং ২০৮ (৩) জি) জঙ্গিপুরের এ আই অব স্কুলস্ (সেকেণ্ডারী) প্রশান্ত রায় চৌধুরীকে স্কুলের ডি ডি ও হিসাবে নিয়োগ করেন। আগামী ১১ নভেম্বর '৯৮ পরিচালন সমিতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে বলে জানা যায়, সেহেতু সেপ্টেম্বর মাসেই নির্বাচন হবার কথা।

কংগ্রেসী ব্যর্থতার (৩য় পৃষ্ঠার পর)

পুরোপুরি নেমে পড়েছে। তবে বিপুল ভোট প্রাপ্তির পেছনে সিপিএমের সংগঠনী শক্তি, নতুন ভোটারদের এবং এসইউসি আই-এর ভোট পাওয়াও তাদের সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি বলে অনেকে মনে করছেন।